করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৫

[১] ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদেরকে সেই সুখবরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যা আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করেছো, যা তোমরা আঁকড়ে ধরে আছো; [২]যার মাধ্যমে তোমরা নাজাতও পেয়েছো- অবশ্য যে-কালাম আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা যদি তোমরা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো; আর না হলে বৃথাই তোমরা ইমান এনেছো।

[৩]কারণ আমি নিজে যা পেয়েছি, তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তোমাদের কাছেও তুলে ধরেছি। আর তা হলো এই: পাক-কিতাবের কথামতো মসিহ আমাদের গুনাহের জন্য ইন্তেকাল করেছেন, [৪]তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো এবং পাক-কিতাবের কথামতো তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, [৫]এবং হযরত কৈফা রা.-কে ও পরে সেই বারোজনকে দেখা দিয়েছিলেন।

[৬]অতঃপর তিনি একই সময়ে পাঁচশোরও বেশি ভাইবোনকে দেখা দিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ মারা গেলেও অধিকাংশই আজও বেঁচে আছেন। [৭]এরপরে তিনি হযরত ইয়াকুব রা.-কে ও পরে হাওয়ারিদের সবাইকে দেখা দিয়েছিলেন। [৮]অসময়ে জন্মেছি যে-আমি, সেই আমাকেও তিনি সবশেষে দেখা দিয়েছিলেন।

[৯]হাওয়ারিদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে নগণ্য; হাওয়ারি বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্যও আমি নই, কারণ ইমানদারদের দলের উপর আমি নির্যাতন করেছি।

[১০]কিন্তু এখন আমি যা হয়েছি তা আল্লাহর রহমতেই হয়েছি এবং আমার ওপর বর্ষিত তাঁর সেই রহমত নিষ্ফল হয়নি। অন্যদিকে তাঁদের যে-কোনোজনের চেয়ে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি- অবশ্য আমি নই, বরং আমার ওপর আল্লাহর যে-দয়া আছে, তা-ই তা করেছে।

[১১]সুতরাং, আমি হই কিংবা তাঁরা হোন, আমরা যেমন প্রচার করেছি এবং তোমরাও তেমন ইমান এনেছো। [১২]মসিহকে যখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত বলে প্রচার করা হয়েছে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? [১৩]মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু যদি না-ই থাকে, তাহলে তো মসিহকেও জীবিত করা হয়নি; [১৪]আর মসিহকে যদি জীবিত করা না-হয়ে থাকে, তাহলে বৃথা হয়েছে আমাদের প্রচার এবং তোমাদের ইমানও বৃথা গেছে।

(১৫)এছাড়া তাতে একথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, আল্লাহকে আমরা ভুলভাবে উপস্থাপন করছি, কারণ আমারা আল্লাহ সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি মসিহকে পুনর্জীবিত করেছেন- কিন্তু যদি একথা সত্যি হয় যে মৃতদের জীবিত করা হয় না, তাহলে তো মসিহ তাঁকেও জীবিত করা হয়নি। (১৬)কারণ যদি মৃতদের পুনরুত্থান না হয়, তাহলে মসিহকেও পুনরুত্থিত করা হননি। (১৭)মসিহকে যদি পুনরুত্থিত করা না-হয়ে থাকে, তাহলে বৃথাই তোমাদের ইমান এবং তোমরা এখনো তোমাদের গুনাহের মধ্যে পড়ে আছো। (১৮)আর মসিহের ওপর ইমান এনে যারা ইন্তেকাল করেছে, তারাও ধ্বংস হয়েছে। (১৯)মসিহের ওপর আমাদের প্রত্যাশা যদি শুধুমাত্র এই জীবনের জন্য হয়, তাহলে সমস্ত মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

(২০)কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মসিহকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করা হয়েছে- মৃতদের মধ্য থেকে তিনিই প্রথম ফল। (২১)যেহেতু একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে, সেহেতু মৃতদের পুনরুত্থানও এসেছে একজন মানুষের মধ্য দিয়ে; (২২)আদমের সন্তান বলে যেমন সব মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনি মসিহের মাধ্যমে সবাইকে জীবিত কোরে তোলা হবে। (২৩)অবশ্য প্রত্যেকে তার নিজের পালা অনুসারে উঠবে: মসিহ প্রথম ফল, তারপর মসিহের আগমনের সময়ে তাঁর আপনজনেরা। (২৪)অতঃপর আসবে শেষ; তিনি তখন সমস্ত কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও শক্তি ধ্বংস করে প্রতিপালক আল্লাহর হাতে রাজত্ব তুলে দেবেন।

(২৫)কারণ যতোদিন না তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পায়ের নীচে না ফেলেন, ততোদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। (২৬)শেষ শত্রু যে-মৃত্যু, সেও ধ্বংস হবে। (২৭)কারণ "আল্লাহ সবকিছুই তাঁর পায়ের তলায় বশীভূত করে রেখেছেন।" কিন্তু যখন বলা হয়, "সবকিছুই বশীভূত করে রাখা হয়েছে," তখন এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, যিনি সবকিছুই তাঁর বশে রেখেছেন, তিনি এর অন্তর্ভুক্ত নন।

(২৮)সবকিছু তাঁর বশে রাখার পর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন নিজেও তাঁরই বশীভূত হবেন, যিনি সবকিছু তাঁর অধীনে রেখেছেন, যেনো আল্লাহই হতে পারেন সকলের আল্লাহ। (২৯)অন্যদিকে, মৃতদের পক্ষে যারা বায়াত গ্রহণ করে তারা কী করবে? মৃতেরা যদি জীবিত না-ই হয়, তাহলে কেনো তারা তাদের পক্ষে বায়াত গ্রহণ করে? (৩০)আর আমরাই-বা কেনো প্রতি ঘন্টায় নিজেদেরকে বিপদে ফেলছি?

(৩১)ভাই ও বোনেরা, আমি প্রতিদিনই মরি! যেমন নিশ্চিতভাবে আমি তোমাদের নিয়ে গর্ব করি, তেমনি একথাও ঠিক যে, আমার সেই গর্ব অমাদের মসিহ হযরত ইসাতে। (৩২)যদি আমি কেবল মানবিক আশায় ইফিসে বন্যপশুদের সাথে লড়াই করে থাকি, তাহলে তাতে আমার কী লাভ হয়েছে? মৃতেরা যদি জীবিত না হয়, তাহলে "এসো, আমরা খাওয়া-দাওয়া আর পানাহার করি, কারণ আগামীকালই তো আমরা মরে যাবো।" (৩৩)বিভ্রান্ত হয়ো না- "অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ হয়।"

[৩৪]সংযমী ও ধর্মময় জীবন-যাপন করো, এবং আর গুনাহ করো না; কারণ কিছু লোকের আল্লাহ সম্পর্কে কনো ধারণাই নেই। তোমাদেরকে লজ্জা দেবার জন্য আমি একথা বলছি। [৩৫]তবে কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবে, "মৃতেরা কীভাবে জীবিত হয়? তারা কেমন শরীর নিয়ে আসে?" [৩৬]হায়রে মূর্খ! তুমি যে-বীজ বোনো তা না-মরলে চারা গজায় না।

[৩৭]তুমি যা বুনো তা তো আর সম্পূর্ণ গাছ নয়, বরং তুমিতো বীজ বপন করো, সেটা হয়ত গম কিংবা অন্য কনো শস্যের একটা বীজ মাত্র। [৩৮]তবে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতো এটিকে একটা দেহ দিয়ে থাকেন এবং প্রত্যেক বীজকেই তিনি আলাদা আলাদা দেহ দিয়ে থাকেন। [৩৯]সব শরীর এক রকম নয়, বরং মানুষের শরীর এক রকম, পশুর আরেক রকম, পাখির আরেক রকম এবং মাছের আরেক রকম।

[৪০]বেহেস্তি শরীরও আছে, আবার দুনিয়ার শরীরও আছে কিন্তু বেহেস্তী শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা এক রকম এবং দুনিয়ার শরীরগুলোর উজ্জ্বলতা আরেক রকম। [৪১]সূর্যের উজ্জ্বলতা এক রকম, চাঁদের উজ্জ্বলতা আরেক রকম এবং তারাগুলোর উজ্জ্বলতা আরেক রকম; বস্তুত উজ্জ্বলতার দিক থেকে একটি তারা থেকে আরেকটি তারা আলাদা। [৪২]মৃতদের জীবিহ হয়ে উঠাও ঠিক এমনই। যা বুনা হয় তা ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু যা উঠানো হয় তা অক্ষয় বা স্থায়ী হয়।

[৪৩]এটা অসম্মানের সাথে বুনা হয় কিন্তু সম্মানের সাথে ওঠানো হয়। দুর্বলতায় বুনা হয় কিন্তু ক্ষমতার সাথে ওঠানো হয়। [৪৪]যা বুনা হয় তা হলো জাগতিক শরীর, কিন্তু যাকে উঠানো হয় তা হলো রুহানি শরীর। জাগতিক শরীর যদি থাকে, তাহলে রুহানি শরীরও আছে।

[৪৫]এভাবে লেখাও আছে, "প্রথম মানুষ আদম, জীবন্ত প্রাণী হলেন;" আর শেষ আদম জীবনদাতা রুহ হলেন।

[৪৬]কিন্তু রুহানি প্রথম নয় বরং জাগতিকই প্রথম, এবং তারপর রুহানি। [৪৭]প্রথম মানুষ মাটি থেকে এসেছিলেন- ধুলোর মানুষ তিনি; কিন্তু দ্বিতীয় মানুষটি এসেছিলেন বেহেস্ত থেকে। [৪৮]ধুলোর মানুষেরা ওই ধুলোর মানুষটিরই মতো; আর বেহেস্তী মানুষেরা ওই বেহেস্তী মানুষটিরই মতো। [৪৯]আমরা যেমন ওই ধুলোর মানুষটির প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, ঠিক তেমনি ওই বেহেস্তী মানুষটিরও প্রতিমূর্তি ধারণ করবো।

[৫০]ভাই ও বোনেরা, আমি যা বলছি তা হলো এই- রক্ত ও মাংস আল্লাহর রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না এবং যা ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অধিকারী হতে পারে না। [৫১]শোনো, আমি তোমাদেরকে একটা রহস্যময় ব্যাপার জানাচ্ছি! আমরা সবাই মরবো না, কিন্তু আমরা সবাই রূপান্তরিত হবো, [৫২]মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ শিঙ্গাধ্বনির সাথে-সাথে। শিঙ্গা বেজে উঠবে এবং মৃতেরা অক্ষয় হয়ে উঠে আসবে, আর আমরাও রূপান্তরিত হবো।

[৫৩]এই ক্ষয়নীয় শরীরকে পরতে হবে অক্ষয়তা এবং এই মরণশীল শরীরকে পরতে হবে অমরতা। [৫৪]এই ক্ষয়শীল শরীর যখন পরবে অক্ষয়তা এবং এই মরণশীল শরীর পরবে অমরতা, তখন পূর্ণ হবে পাককিতাবের এই কথা- "বিজয় মৃত্যুকে গিলে ফেলেছে।" [৫৫]"হে মৃত্যু, কোথায় তোমার জয়? হে মৃত্যু, কোথায় তোমার হুল?"

[৫৬]মৃত্যুর হুল হলো গুনাহ আর গুনাহের শক্তি শরিয়ত। [৫৭]কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনিই হযরত ইসা মসিহের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বিজয় দান করেন।

[৫৮]অতএব, প্রিয়জনেরা আমার, অবিচল ও মন স্থির করো; আল্লাহর কাজে নিজেদেরকে উজাড় করে দাও, কারণ তোমরা তো জানো আল্লাহর উদ্দেশে তোমাদের যে-পরিশ্রম, তা বৃথা নয়।